দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 04 APR 1996 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬-৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্র উদ্ধার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটি হলে অভিযান চালিয়ে পুলিশ বেশকিছু অস্ত্র এবং গোলাগুলি উদ্ধার করেছে। গ্রেফতার করেছে তেইশ জনকে।

খবরের এই সার-সংক্ষেপটুকু সকল পাঠকের মনেই ঔৎসুক্য জন্মাবে, কিছুটা হলেও স্বস্তি জন্মাবে, এতে সন্দেহ নেই। কেননা, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু প্রত্যাশিত অস্ত্রমুক্ত শিক্ষাঙ্গনের স্বপ্ন। আমাদের শিক্ষাঙ্গনে অনেক আবিলতা জমে আছে। অনেক কিছুই আমাদের পীড়িত করে। এর মাঝে শিরঃপীড়ার প্রধান কারণ হচ্ছে শিক্ষার অঙ্গনে অস্ত্রের ঝনঝনানি। অস্ত্রের দাপট শিক্ষার্থী আর অভিভাবক সবার স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে। সবারই ভয় কখন কাকে কিংবা কার সন্তানকে লাশ হয়ে ঘরে ফিরতে হয়।

এ ভয় তো আছেই। সেই সঙ্গে নেই শিক্ষার আশ্বাস। অস্ত্রের মুখে দাঁড়িয়ে-বসে আর যাই হোক পঠন-পাঠন চালিয়ে যাওয়া যায় না। সন্ত্রাস সকল আকারেই আত্মিক উন্নয়নের পরিপন্থী।

শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের দাপট আর ভয় তাই সব অবস্থাতেই অবাঞ্ছিত। সাধারণ মানুষ যেমন, তেমনি সব অবস্থানের নেতৃত্বই দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করার দাবি জানিয়ে আসছিলেন। এ লক্ষ্যে গৃহীত একটি পদক্ষেপ, স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যায়, সকল মহলের অভিনন্দন কুড়াবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'কিছু অস্ত্র' উদ্ধার করা হয়েছে। আমরা আশা করব, অভিযান এখানেই শেষ হবে না। এটা হবে শুরু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কিছু অস্ত্র' উদ্ধার পাওয়া মন্দ কথা নয়। তবে ভাল বা কাম্য হচ্ছে সব অস্ত্র নিয়ে আসতে হবে। আর সে কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, দেশের সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয় তথা গোটা শিক্ষাঙ্গনের।

শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের ঝনঝনানি জনমনে কোন মাত্রার বিরূপ প্রতিক্রিয়া জন্ম দিয়েছে তা অনুধাবনের জন্য এটুকু মনে আনাই যথেষ্ট যে, এখনও সম্ভবত এমন মানুষ বিরল নন, শিক্ষার পবিত্র অঙ্গনে পুলিশের পদপাতে যাদের হৃদয় বেদনায় বিদীর্ণ হতে চায়। এ বেদনা কিন্তু আজ সবাই চেপে রাখেন। হয়ত নীরবে এমন ভাবেন, আসুক পুলিশ, সাবেকি পাণ্ডিত্যের মর্যাদা হারিয়েও যদি এই সন্ত্রাসের যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি ঘটে!

একটা সময় ছিল যখন শিক্ষাঙ্গনে আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের প্রবেশই ছিল অকল্পনীয়। এখন তেমন একটা অবস্থাই কল্পনায় আনা যায় না। শিক্ষাঙ্গনকে যদি অস্ত্রমুক্ত করা না হয়, মর্যাদা তো পরের কথা, এর অস্তিত্বও প্রশ্নের বিষয়ে পরিণত হবে। শিক্ষিত এবং উন্নত সমাজ গঠনের স্বপ্নের কোন প্রাসঙ্গিকতাই থাকবে না। নেহাত কাজ চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তিও দুর্লভ হয়ে উঠবে। অর্থ হারাবে স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের গৌরব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে সর্বশেষ পুলিশ অভিযানের পটভূমিতে রয়েছে বিগত দু-তিন দিনের হানাহানি। অসহযোগ আন্দোলনের সমাপ্তিতে যখন আমাদের ইতিহাসের আরেকটি ক্রান্তিলগ্ন অতিক্রমের জন্য শান্ত-সুস্থির পরিবেশ অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছে ঠিক সেই সময়টিতে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শুরু হয়েছে অস্ত্রের গর্জন। মওসুম বিশেষে চর দখল তৎপরতার মত হল দখলের প্রচেষ্টা সকলকেই সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। আসছে ছ' তারিখ বিশ্ববিদ্যালয় খুলবে। তখন 'কি হবে, কি হবে' এই ভয়ে সকলেই সন্ত্রস্ত। অস্ত্র উদ্ধারের উদ্যোগ ছাড়া অন্য কিছু করার ছিল বলে আমাদের মনে হয় না।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ভাইস চ্যান্সেলর ছাত্র-নেতাদের সঙ্গেও এ নিয়ে আলাপ করেছেন। সকলেই একমত প্রকাশ করেছেন যে, ছ' তারিখ বিশ্ববিদ্যালয় খুললে লেখাপড়ায় আর যাতে বিঘ্ন না ঘটে তা নিশ্চিত করতে হবে। আশাপ্রদ সিদ্ধান্ত সন্দেহ নেই। তবে অস্ত্রের আস্ফালন বন্ধ করতে না পারলে এসব সিদ্ধান্তের উপরও ভরসা করার কিছু নেই। আর এ জন্যেই এই অস্ত্র উদ্ধার অভিযান।

শিক্ষাঙ্গনের নিরাপত্তা এবং শিক্ষার পরিবেশের জন্য যেমন অস্ত্র উদ্ধার জরুরী, তেমনি জরুরী বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতেও। অস্ত্রের ঝনঝনানি শান্তিপূর্ণ এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের অনুকূল নয়। শিক্ষার্থীদের হানাহানি জাতীয় পর্যায়ে সৃষ্ট সকল আশাবাদ এক মুহূর্তে গুঁড়িয়ে দেয়ার আশঙ্কা বহন করে। প্রধান উপদেষ্টার প্রশাসনকে তাই সঙ্গতভাবেই এই অস্ত্র উদ্ধারের উপর জোর দিতে হবে।

গণতান্ত্রিক কোন রাজনৈতিক দলই অস্ত্র এবং অস্ত্রবাজদের সমর্থন করতে পারে না। গণতন্ত্র আর অস্ত্রের রাজনীতির সহাবস্থান অসম্ভব। ফলে শিক্ষাঙ্গন তো বটেই, যাবতীয় বেআইনী অস্ত্রই উদ্ধার করতে হবে। শিক্ষাঙ্গন দিয়ে যে অভিযাত্রার সূচনা ঘটেছে তার সফল পরিসমাপ্তিই তাই সকলের কাম্য।

বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্রমুক্ত করার এই সূচনার খুঁটিনাটিতে গেলে কিন্তু এ নিয়ে স্বস্তির বিশেষ কোন কারণ থাকে না। প্রথমতই প্রশ্ন জাগে উদ্ধার করা অস্ত্রের পরিমাণ নিয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একটু উত্তেজনা দেখা দিলেই যে পরিমাণ অস্ত্রের ব্যবহার লক্ষিত হয়, উদ্ধার করা অস্ত্র তার এক অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। পুলিশের অভিযান তাই পুরোপুরি সফল হয়েছে, এমন বলতে বাধে।

সাতটি হলে তল্লাশি অভিযান চালিয়েও এমন সীমিত সাফল্যের কারণটাও আন্দাজ করতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। সাতটি হল কিংবা গোটা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একযোগে অভিযান পরিচালিত হয়নি। ফলে যেসব জায়গায় পুলিশ পরে গেছে সেখানে কিছুই পাওয়া যায়নি। পাওয়ার কথাও না। হামলা আসতে পারে, এ কথা জানার পর কে আর অস্ত্র নিয়ে ধরা দেয়ার জন্য বসে থাকবে।

এর থেকে যদি কেউ আন্তরিকতার অভাবের অভিযোগ তুলেন, দোষ দেয়ার অবকাশ আছে কিনা তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষই ভাল বলতে পারবেন। আমরা অবশ্য দোষ ধরায় উৎসাহিত নই। শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করার অভিযান পরিপূর্ণভাবে সফল হোক কামনা করি বলেই এ কথাগুলো বলা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটি হলে পরিচালিত এ অভিযানে মোট তেইশ জনকে পাকড়াও করা হয়েছে বলেও খবরে উল্লেখ করা হয়েছে। এই তেইশ ব্যক্তি কারা, তার কিছুই বলা হয়নি। অস্ত্রমুক্ত শিক্ষাঙ্গনের লক্ষ্য অর্জন করতে হলে অস্ত্র রাখা বা ব্যবহারের দায়ে ধৃত সকল ব্যক্তির পরিচয়ও প্রকাশ করা দরকার। অপরাধীর পরিচয় জানলে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সহজ হয়। তাছাড়া অপরাধীর পরিচয় প্রকাশ পেলে এর বিরুদ্ধে একটা সামাজিক চাপও শক্তি পায়। সর্বোপরি গৃহীত ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন তোলার অবকাশ থাকে না। এ স্বচ্ছতা বজায় রাখার প্রয়োজনও অবহেলাযোগ্য নয়। বিশেষ করে আমাদের অস্থির পরিবেশে।

অপর যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিতে চাই, তা হচ্ছে এই, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা বা হল থেকে যদি কোন অস্ত্র সরিয়েও নেয়া হয়, নিশ্চয়ই তা আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের নাগালের বাইরে চলে যায় না বা যেতে পারে না। অস্ত্রের যাবতীয় গোপন ভাণ্ডার আবিষ্কার এবং নির্মূল করার উপর তাই জোর দেয়া দরকার। আর তেমনটা করা হলে শিক্ষাঙ্গনে বার বার হানা দেয়ার মত স্পর্শকাতর পদক্ষেপেরও দরকার করবে না।

প্রধান উপদেষ্টার প্রশাসন এই অভিযানের মাধ্যমে একটি জরুরী দায়িত্ব সম্পাদনে হাত দিয়েছেন। আমরা একে স্বাগত জানাই। তবে, অতীতের আর দশটা উদ্যোগের মত এ অভিযানও যেন সাফল্যের কিঞ্চিত নমুনা উপহার দিয়েই ফুরিয়ে না যায়। শিক্ষাঙ্গনকে তো বটেই, গোটা দেশকে বেআইনী অস্ত্রের উৎপাত থেকে মুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন আপোস বা গোঁজামিল অকল্পনীয়।

— সালেহ চৌধুরী